অনুরাগ

ভবানী কলামন্দির লিঃ-এর সামাজিক চিত্র

বাসন্তিকা দেবীর নিবেদন

—ঃ অনুরাগ ঃ—

প্রযোজনা : **সরোজ মুখার্জ্জি**

পরিচালনা : **যতীন দাস**

পরিচালনা তত্ত্বাবধায়ক : **দিগম্বর চ্যাটার্জি**

চিত্র-শিল্পী : **তারা দত্ত**

শব্দযন্ত্রী : **জে, ডি, ইরাণী**

কাহিনী, সংলাপ : **শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোঃ**

চিত্রনাট্য : **সরোজ মুখার্জ্জি**
শ্রীতারাশঙ্কর

শিল্প-নির্দ্দেশক : **সুনীল সরকার**

প্রধান কর্ম্মসচিব : **সমর ঘোষ**

সম্পাদনা : **রবীন দাস**

ষ্টুডিও ব্যবস্থাপক : **প্রমোদ সরকার**

ব্যবস্থাপক : **তারাপদ ব্যানার্জ্জি**

সঙ্গীত পরিচালক : **সতীনাথ মুখার্জি**

আবহ, নৃত্যসঙ্গীত : **রবি রায় চৌধুরী**

নৃত্য পরিচালক : **অতীনলাল**

সহযোগী পরিচালক : **শ্রীতারাশঙ্কর**

কোষাধ্যক্ষ : **অজিত ভট্টাচার্য্য**

অর্কেষ্ট্রা : **ববি ব্যাঙ্কস ও সম্প্রদায়**

রসায়নাগার : **বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরী**
ইন্দ্রপুরী সিনে লেবরেটরী

রূপসজ্জা : **শৈলেন গাঙ্গুলী**

পট-শিল্প : **কবীন্দ্র দাশ গুপ্ত**

প্রচার ব্যবস্থা : **দেবেন রায়**

স্থির-চিত্র : **ষ্টিল ফটো সার্ভিস**

সহকারীগণ ঃ

পরিচালনা : শৈলেন দত্ত
ভোলানাথ লাহিড়ী

শব্দযন্ত্রী : সন্তু বোস

রূপসজ্জা : অনন্ত দাশ

ব্যবস্থাপনা : অশেষ ব্যানার্জ্জি

চিত্রশিল্প : উমেদী গুপ্ত

সম্পাদনা : গোবর্দ্ধন অধিকারী
দেবু গুপ্ত

আলোক নিয়ন্ত্রণ : অনিল, মণ্টু, হেমন্ত,
তারাপদ, তিনকড়ি

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে রীভস্‌ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

চরিত্র রূপায়ণে ঃ

রমোলা, মলিনা, স্মৃতি, মণীষা, ছবি বিশ্বাস, জহর, ভানু, সন্তোষ,
অবনী, ফণী রায়, হরিধন, কেষ্টধন

বাণী বাবু, শৈলেন কুমার, হরিদাস, ক্ষিতীশ, আশা দেবী, শেফালী, মেনকা, গায়ত্রী, শ্রীলেখা ও আরো অনেকে।

একমাত্র পরিবেশক : **কণক ডিষ্ট্রীবিউটার্স**

অনুরাগ

সৃষ্টির আগে থেকে শুরু ক'রে পরে ; আর তারও পরে আজ পর্য্যন্ত কতোনা ইতিহাসই রচনা ক'রে গেছে এই **"অনুরাগ"** ।

চিরপুরাতন হ'লেও তাই **অনুরাগ**-এর কাহিনী চিরনূতন।

এক রহস্যময় প্রভাতে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের পটভূমিকায় সমীর আর রমোলার প্রথম সাক্ষাৎ রীতিমতো নাটকীয় ! আরো নাটকীয় এই যে প্রথম দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সমীর ভালোবেসে ফেল্‌লে রমোলাকে।

কিন্তু বন-হরিণীর মতো লীলা-চঞ্চলা প্রকৃতির মেয়ে রমোলার শিশু-সরল মনে সে প্রেমের স্পর্শ অনুরণন তুল্‌লো কি ?

অনুরাগের সোনালী আলো নাকি ঘুমন্ত মনের বন্ধ দুয়ার ভেদ ক'রেও যথাস্থানে গিয়ে পৌছাবেই। তাই রমোলা আর সমীরের কণ্ঠে সঙ্গীতের সুরে বেজে উঠলো : "আজকে রইবো কাছে তুমি আমি দু'জনায়···"

কিন্তু প্রেমের পথ সহজ তো নয়ই ; বরং রীতিমতো সর্পিল। তাই সমাজের রক্তচক্ষু গিয়ে পড়ল ওদের ওপর। মা বাপের শাসন ওদের রাস টেনে ধরলো। কূটচক্রী সোরকারের শয়তানী প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে তুলতে চাইলো দুর্ভেদ্য দেয়াল। সে দেয়ালের আড়াল থেকে আই, সি, এস-নন্দিনী শীলার প্রলোভনীয় হাতছানি সমীরকে সাদর আহ্বান জানালো। আর একদিকে গুণ্ডা-সর্দ্দার গঙ্গুর হাত থেকে বুলেট্ ছিট্‌কে চললো প্রেম-কে হত্যা করতে।

পারিপার্শ্বিক এই চক্রান্তের প্রভাবে রমোলার নারী-মন সংশয়িত হ'য়ে সোজাসুজি সমীরকে বল্‌লে : বিশ্বাস হয় না আপনাদের ও ভালোবাসাকে।

প্রতিবাদে সমীরের অন্তরাত্মা রমোলাকে আবেদন জানালে : বিশ্বাস করো রমোলা, আমি তোমাকে ভালোবাসি !

সমাজের উদ্দেশ্যে সমীর বললে : সমাজের চেয়ে মানুষ অনেক বড়ো। কারণ, সমাজ মানুষ সৃষ্টি করেনি বরং মানুষই সমাজকে সৃষ্টি করেছে।

আর গঙ্গুর উদ্ধত রিভল্‌ভারের উত্তর দিলে সমীরের অব্যর্থ বুলেট্।

কিন্তু এই যে প্রতিরোধ, চক্রান্ত আর সংঘাত—এর মর্ম্মান্তিক ভাঙা-গড়ার কাছে কি প্রেম পরাজয়কেই স্বীকার ক'রে নিলো ?

সঙ্গীতাংশ

(১)

ও পরদেশী—
যে চলে তার চলতি রথে
সেই শুধু মোর গান শোনে
থামলে পরে অমনি আমার
গান থেমে যায় আনমনে।
মন যে আমার উড়ু উড়ু হাওয়ায় ভেসে
তাই বেড়াই
আড়াল থেকে চমক দিয়ে লুকিয়ে আমি
গান শোনাই
বুঝতে আমায় চেয়োনা
খুঁজতে আমায় যেয়োনা
লাগলে ভালো ভাবনা ভুলে চুপ করে যে
তাল গোনে
সেই শুধু মোর গান শোনে।
মৌমাছিদের সঙ্গে নিয়ে এই গানেতেই
ফুল জাগাই
প্রজাপতির ডানায় আমি রামধনুকের রং
লাগাই
সেইতো আমার নিশানা
সেইতো আমার ঠিকানা
এগিয়ে যাওয়ার খুশীতে যে রঙীন সুরের
জাল বোনে।
—শ্যামল গুপ্ত

(২)

ধিন্ তাক্ তাক্ ধিন্ তাক্ তাক্ ঢোলক বাজে রে
দুলছে পরাণ আ-হা-রে—
রঙ্গিলা গো রঙের আগুন ফাগুন আনে পাহাড়ে
ও...মনের মিতার খবর নিয়ে মাতাল বাতাস বইলো
পিয়া বিনে আজকে রাতে মন মানে না সইলো।
ঘর ছেড়ে আয় বাহিরে
হাত ধরে গান গাহিরে—
ও রূপসী তোর নরম হাতে দিলাম রূপোর গয়না
পিঠ-ছাওয়ানো সাপের বেণীর ছোবল কি আর
সয়না?
ঝিম-ঝিম-ঝিম নাচের তালে যৌবন-ভার বয়না।
চোখ কেন তোর কাঁপছে মেয়ে
মন কেন তোর টলমল?
তোর পলাশ-রাঙা লালচে গালে
কোন খুশী আজ ঝল মল?
গুন-গুন-গুন ভোমরা এলো, পিউ-পিউ পাপিয়া
বন-কোকিলা এলো ফিরে কুহু-কুহু গাহিয়া,
দুই চোখে মিষ্টি হেসে, বন্ধু এলো ভালবেসে,
প্রাণ দিল ডাক তাহিরে
আমার বনেই ঝরছে পাতা, ফুল ধরে না শাখাতে
ও বিদেশী বন্ধু গো, তুমি দূরে থাকাতে।
হঠাৎ একি কোন যাদুকর শুকনো ডালে ফুল
ধরালো?
ঐ যে এলো রূপের কুমার অনুরাগে মন ভরালো!
ও বিদেশী বন্ধু, এসেই চলে যাও কেন?
এমনি করে খেলা আমার, শেষ করে আজ দাও কেন?
যাবার যারা যাবেই তারা ফিরবে না গো ফিরবে না
সাধিসনে সই কাঁদিসনে সই বাঁধন-ছিঁড়া ফিরবে না॥
—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩)

চুপি চুপি এসো প্রিয়, এসো ধীরে ধীরে
জড়াও হৃদয় তব, মোর হিয়া ঘিরে।
প্রণয়ের অনুরাগে
যে আগুন মনে জাগে
তাই দিয়ে জ্বেলো প্রিয়, মোর শিখাটিরে।
কেউ যেন জানে নাগো, চুপি চুপি এসো,
ভালবাসা দিয়ে তুমি, আরো ভালবেসো।
দানে আর প্রতিদানে
মিলনের মধুপানে
আঁখি ঢুটি চায় প্রিয়, আঁখি পানে ফিরে॥
—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪)

পিয়া গেছে রেঙ্গুন
করেছে টেলিফুন
উঠেছে ফুল-মুন যেই
অলি গায় গুণ গুণ,
এসেছে ফাল্গুণ,
বইছে মলয়ুন এই
একপা এগিয়ে দুপা পেছিয়ে
নাচি আর নাচিয়ে যাই
প্যাগোডা পেরিয়ে ফিরছি বেড়িয়ে
ঢুলে আর ঢুলিয়ে তাই।
আমি যে এদিকে দেখিগো অফিসে
উঠেছে নাম বুঝি ডিস্‌মিস্‌ নোটিশে
আমি যে কখনো ইরাবতী কিনারে
কখনো হোটেলে বন্ধুর ডিনারে
বলগো ডার্লিং যাবে অল্‌ চিন্তা
আজো ইউ লাভ্‌ মি
নাচি তাক্‌ ধিনতা, তাক্‌ ধিনতা, তাক্‌ ধিনতা
হ্যালো ডিয়ার করোনা ফিয়ার
আই য়্যাম্‌ হিয়ার ও, কে, -
পেয়েছি আবার নতুন লভার
কতোনা পাবার ঝোঁকে।
হিয়ার হিয়ার কোরেছে ডিয়ার
ফার য়্যাণ্ড নিয়ার লোকে
হ্যালো, হ্যালো! হোয়াট্‌?
প্লীজ্‌ ওয়াণ্ট্‌ মোর, প্লীজ্‌ ওয়াণ্ট্‌ মোর
অল্‌ কোয়ায়েট্‌ অন্‌ দি ইষ্টার্ণ ফ্রণ্ট্‌
নেই যে হায় উত্তর॥
—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

(৫)

চৈতী চাঁদের ছায়
কুঞ্জে পাপিয়া গায়
আজকে রইবো কাছে
তুমি আমি দুজনায়।
আমি চঞ্চল মদমত্ত পবন গো
কুঞ্জে কুঞ্জে খুঁজি ফাগুন লগন গো
নতুন দেশেতে যাই
নতুন নেশাতে হায়
আজকে রইবো কাছে
তুমি আমি দুজনায়।
আমি নবীনার চোখে মায়ার স্বপন গো
চপল পাখায় দেখি বিশাল গগন গো
সুধার কুসুম মাঝে
গুঞ্জি ভ্রমর প্রায়
আজকে রইবো কাছে
তুমি আমি দুজনায়॥
—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

(৬)

অভিমানী গেলে চলে   বুক ভরা অভিমানে
আমার সুরুর পালা সারা হল অবসানে।
তব কাজল আঁখির ভাষা
প্রাণে জাগালো যে ভীরু আশা
তবু সে গান হল না গাওয়া যে সুর মেশালে গানে।
তুমি বনের হরিণী জানি
বাঁধনে দাওনা ধরা
মন-মালার বাঁধন সে কি
দুরাশায় ভুল করা।
এই চলে যাওয়া কিগো তবে
শুধু ভুলে যাওয়া হয়ে রবে
বলো ক্ষণিকের ভাললাগা
ছায়া কি ফেলেনা প্রাণে।

—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

(৭)

পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া
ঝর্ণা আমি চঞ্চলা
নামটী আমার রমোলা।
মেঘ ছোঁয়ানো শিখর হতে
ভেসে চলি প্রাণের স্রোতে
নাচের তালে গানের সুরে
খুশীর হাওয়ায় উচ্ছলা।
চলার আবেগ বীণায় আমার
দেয় যে প্রেমের সুর আনি
সে সুর শুনে অনেক দূরে
সাগর দিল হাত ছানি
জীবনভরা প্রণয়ধারা
ভাঙ্গে নিতি পাষাণকারা
বাঁধনহারা ছন্দ দোলায়
আমায় আমি দিই দোলা॥

—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

(৮)

পিয়া পিয়া বলে হায়
পাপিয়া গেয়ে যায়
সাথীহারা অনুরাগ
জেগে আছে বেদনায়॥
দূর কিনারে পাহাড় ঘুমায়
ব্যথার ছায়া ফেলে
আকাশ তারে যায় ছুঁয়ে যে
মেঘের আঁচল মেলে।
তোমায় তবু হায়গো আমি
পাইনা দিনের শেষে
তাইতো আমার গানের সুরে
আঁখির ধারা মেশে।
মন যদি চায় ভুলে যেতে
প্রেম বলে তা ভুল
স্মরণ মালা যায় গেঁথে যে
প্রীতির ঝরা ফুল॥

—শ্যামল গুপ্ত

(৯)

ফাগুনের এক শুভ রাতে
প্রথম দেখার সাথে সাথে
সাধ হলো মোর তোমায় আমায়
যদি কানে কানে কথা হয়
তবে লাগবে ভালো।
বুকভরা তাই মায়া লাগে
দূর অচেনার অনুরাগে
হয়গো এবার তোমায় আমায়
যদি গানে গানে পরিচয়
তবে লাগবে ভালো।
নীল আকাশের মাঝখানে
নীলাজ চাঁদের ইসারা যে
খুশীর দোলায় তাই দোলে
মোর হৃদয়ের কিনারা যে
পিয়াল বনের ফাঁকে ফাঁকে
কে যেন ঐ ছবি আঁকে
এই নিরালায় তোমায় আমায়
যদি প্রাণে প্রাণে মিশে রয়
তবে লাগবে ভালো॥
—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

(১০)

দে দোল্ দোল, দোল,
হায়! দোলে প্রেম দুনিয়া
তাই, লাগে দোলা মনে
আর, লাগে বনে বনে
তাই, জাগে ফুল কলিয়া।
সেই দোলাতে আজকে তোমার প্রাণে
আমি দোল দিয়ে যাই গানে
আমার মন-ভোলান গানে

ফুল ফোটা ওই শাখে
তাইতো অমন ডাকে
তোমায়-নাম ধরে পাপিয়া।
কেন, দূর থেকে আর ভালবাসার গান
শোনো
কই, কাছে আসার নেইতো মানা নেই
কোনো
পাহাড়িয়া রঙীন পথের মোড়ে
ঘূর্ণি হাওয়ায় উড়নি আমার ওড়ে
সেকি, যায় ছুঁয়ে যায় তোমায় না আজ
বলো তোমার হিয়া।
—শ্যামল গুপ্ত

এইচ, এম, ভি ও কলম্বিয়া
রেকর্ডে গানগুলি শুনিতে
পাইবেন।

কনক ডিষ্ট্রীবিউটার্সে'র পরিবেশনাধীনে

আগামী চিত্রাবলী

গীতাঞ্জলী পিকচার্সের

প্রথম অবদান

মহিষাসুর বধ

কাহিনী — বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র

★

সরোজ মুখার্জি প্রযোজিত

আগামী চিত্র!

আধুনিকা

ভূমিকায়

যে শিল্পী-সমাবেশ আজও হয় নি!

শ্রীদেবেন রায় কর্ত্তৃক ৬৮নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কনক ডিষ্ট্রীবিউটার্সে'র পক্ষ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১০৩, আপার সারকুলার রোড, রাইজিং আর্ট কটেজ হইতে শ্রীকমল দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।